দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAY 8 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

১২ জন আটক ঃ ক্যাম্পাসে আতংক ঃ দু'গ্রুপের লড়াইয়ের প্রস্তুতি

জহুরুল হক হল বাবু গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে

রাতভর ২ হলে ব্যর্থ পুলিশী তল্লাশি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল দখল-পুনর্দখলকে কেন্দ্র করে মুজিববাদী ছাত্র লীগের দু'গ্রুপের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাবু গ্রুপকে হটিয়ে শামীম গ্রুপ হলটি দখল করার সাড়ে ৩ ঘণ্টা পর রাতেই বাবু গ্রুপ হল পুনর্দখল করে। গতকাল (শুক্রবার) রাত পর্যন্ত জহুরুল হক হলে বাবু গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। তবে যে কোন মুহূর্তে আবার শামীম গ্রুপ হল দখলের চেষ্টা চালাতে পারে— এ আশংকায় বাবু গ্রুপ প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিয়ে হল পাহারা দিচ্ছিল। শামীম গ্রুপ পার্শ্ববর্তী এস এম হলে অবস্থান করে কৌশলগত প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে কোন সময় দুই পক্ষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকায় ছাত্ররা আতংকিত। তবে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুই গ্রুপের প্রধান শামীম আহমেদ ও মঈনউদ্দিন আহমেদ বাবুকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করায় পরিস্থিতি কিছুটা ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। গোলাগুলীর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেনি। তবে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের পর বিপুল সংখ্যক পুলিশ জহুরুল হক হল ও এস এম হলে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। রাত ১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত দীর্ঘ এ তল্লাশি অভিযানে পুলিশ কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। তবে জহুরুল হক হল থেকে ৮ জন ও এসএম হল থেকে ৪ জন মোট ১২ জন সাধারণ ছাত্রকে আটক করা হয়। জহুরুল হক হল থেকে আটককৃতরা হচ্ছে– পারভেজ কামাল, সাইফুল, মেহেদী, সাইফুর, মতিউর, আমিন ও সুফিয়ান এবং এসএম হল থেকে আটককৃতরা হচ্ছে– শফিউল, শহীদ, আবছার ও তাজুল। জহুরুল হক হলের একটি কক্ষ থেকে একটি চাইনিজ কুড়াল উদ্ধার করা হয়। ছাত্ররা জানান, পুলিশ রাতভর হলের প্রতিটি রুমে রুমে গিয়ে কড়া তল্লাশী চালায়। তারা

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

পাওয়া যায়নি।

জহুরুল হক হল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসএম হলে শামীম আহমেদ ও জহুরুল হক হলে মঈনুদ্দীন বাবুকে গ্রেফতারের জন্য খুঁজতে থাকে। কিন্তু তারা দুইজনই তল্লাশীর আগে হল ছেড়ে চলে যান। তবে গতকাল সন্ধ্যায় বাবুকে হল গেইটে দেখা গেছে। দুই হলের মধ্যবর্তী এলাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশকে কড়া প্রহরায় মোতায়েন রাখা হয়েছে। সমগ্র এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে হল দখল পুনর্দখলের জন্য ব্যাপক গোলাগুলীর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে দুই ক্যাডার গ্রুপের নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করলেও ছাত্রলীগ এ ব্যাপারে কোন সাংগঠনিক বক্তব্য দেয়নি। গতকাল দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুন্দর পরিবেশের জন্য যা করা প্রয়োজন, ছাত্রলীগ সেই সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ছাত্রলীগের অপর একজন নেতা বলেছেন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক শামীম আহমেদ ও জহুরুল হক হলের সভাপতি মঈনুদ্দীন আহমদ বাবুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নাকি খোদ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন রয়েছে। যদিও ছাত্রলীগের সন্ত্রাস ও হল দখলের লড়াইয়ের প্রতিবাদে গতকাল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের এক সমাবেশে নেতারা বলেছেন, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে। ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মনজুর এলাহী বলেন, সন্ত্রাসের মাধ্যমে ছাত্রদল কর্মীদের বিতাড়িত করে সব কয়টি হল দখল করে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা অবৈধ অর্থের ভাগাভাগি নিয়ে এখন নিজেরাই হল দখল পাল্টা দখল করছেন। এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না।